বিপন্ন ধরিত্রী ঃ বিপন্ন প্রাণীকুল

এম আই চোধুরী মুক্তা

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সচেতনতার তাগিদে বিশ্বের সকল দেশে দিবসটি পালিত হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোতে ৩রা জুন হতে শুরু হয়েছে ১০ দিনব্যাপী বিশ্ব পরিবেশ সংক্রান্ত মহাসম্মেলন। নাম দেয়া হয়েছে 'ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলন'। ১৭০টি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানগণের সম্মেলনে যোগদান করার সম্ভাবনা আছে। সম্মেলনে ১০ই জুন পর্যন্ত কারিগরি ও রাজনৈতিক কমিটিসমূহের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ১১ ও ১২ই জুন সম্মেলনে যোগদানকারী সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের পরিবেশ মন্ত্রী আবদুল্লাহ-আল-নোমান কারিগরি দলের নেতৃত্ব দেবেন এবং সম্মেলনে ১৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান। আমাদের দেশ জনসংখ্যার আধিক্য এবং পরিবেশ দূষণের শিকার। তাই মহাসম্মেলনে আমাদের দেশের যোগদান খুবই গুরুত্বপূর্ণবিষয়।

বিশ বছর আগে পৃথিবীর বায়ুদূষণ রোধের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে প্রথম বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে। ইতিমধ্যে বায়ুদূষণ বৃদ্ধিসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। গত ২০ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬৬ শতাংশ বেড়ে ৫৩০ কোটিতে উঠেছে। জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হতে পারে। ঐ সময় বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৮৪ ভাগ বাস করবে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। বর্ধিত জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্বের উৎপাদন চারগুণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োগ করলে পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যেই মানুষের সৃষ্ট কর্মকান্ডে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে এখন প্রায় ৩৮ কোটি মানুষ বন-জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন ও চাষাবাদ করছে। আগামী ৫০ বছরে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। কাজ ও খাদ্যের সন্ধানে বিভিন্ন দেশে লাখ লাখ মানুষ শহর-বন্দরে ভিড় জমাচ্ছে, যার ফলে শহরের পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড কনজার্ভেশন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট স্যার শ্রীদার্থ রামফল বলেছেন 'সকল পরিবেশগত সমস্যার বীজ নিহিত রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর অতিভোগ প্রবণতার মধ্যে।' পৃথিবীর সর্বাধিক ধনী ২০ শতাংশ মানুষের গড় আয় বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ২০ শতাংশ মানুষের গড় আয়ের ১৫০ গুণ। উন্নয়ন, নগরায়ণ ও শিল্প সভ্যতার নামে বন কর্তনে পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। দরিদ্র দেশগুলোতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে বন-জঙ্গল কেটে বসতি ও চাষাবাদ করায় পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ধনী দেশগুলোতে ফ্রিজ, এয়ারকুলার ও গ্যাসের অত্যধিক ব্যবহার, গাড়ীর কালো ধুঁয়া ও কল-কারখানার বর্জ্য পরিবেশ দূষণ করছে। শিল্পবর্জ্য এবং অন্যান্য দূষণকারী উপাদানের কারণে বাল্টিক সাগর মৃতপ্রায়। প্রতিবছর আড়াই হাজার কোটি টন ভূমিক্ষয় হচ্ছে। মেক্সিকো সিটি এবং পূর্ব ইউরোপের বড় বড় শহরে লাখ লাখ মানুষ দূষিত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর পাতলা হয়ে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে। এতে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। মানুষ দীর্ঘদিনে প্রকৃতির যে ক্ষতি করেছে, প্রকৃতি এখন নিষ্ঠুরভাবে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওজোন স্তরের ফাটল দিয়ে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিতে মানব দেহে ত্বক ক্যান্সার দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সূর্য্যরশ্মিতে ১% অতিবেগুনী রশ্মি থাকে যা ওজোন ও বায়ুদ্বারা শোষিত হয়ে যায়। কিন্তু অব্যাহত পরিবেশ দূষণের ফলে ওজন স্তরের ফাটল বৃদ্ধির কারণে অতিমাত্রায় সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রতিফলনে পৃথিবী ও মানবজাতির ভয়াবহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বায়ুমন্ডলে ওজন স্তরে ফাটল সৃষ্টি করছে।

গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়ায় থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়ার পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচীর সমীক্ষকগণ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও হিসাব-নিকাশ করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রাথমিকভাবে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ৩ হতে ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়তে পারে। সাগর-মহাসাগরগুলোর উষ্ণতা ১ মিটার বেড়ে যাবে। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বিশ্বব্যাপী পানির বাষ্পীভবনের হার এবং বৃষ্টিপাত বেড়ে যাবে। অতিবৃষ্টিতে বন্যা, ভূমিক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বাড়বে। দূষণকারী গ্যাস ও ঘন মেঘের ফলে ভূপৃষ্ঠের ওপর সূর্য্যের আলো কম পৌছার কারণে অনেক শস্যের ফলন কমে যাবে। সাগরের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি হলে রাজধানী ব্যাংককের অধিকাংশ এলাকাসহ থাইল্যান্ডের পাঁচ হাজার বর্গ কিলোমিটার, মালয়েশিয়ার প্রায় সমপরিমাণ এলাকা এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপাঞ্চলগুলোর প্রায় ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিমজ্জিত হবে। ইন্দোনেশিয়ার সান্দান নদীর অববাহিকা অঞ্চলের ৪০ শতাংশ ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কা আছে। মাটির উপরিভাগ বিনষ্ট হয়ে ভূমির উর্বরতা কমে যাবে। মালাক্কা উপকূল, মালয়েশিয়ার পশ্চিম জোহোর এবং ইন্দোনেশিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ উত্তর জাভা উপকূলও সাগরে নিমজ্জিত হতে পারে। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় আগামী কয়েক দশকে বিশ্ব আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপুলসংখ্যক মানুষ বর্তমান আবাসস্থল ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। এ অঞ্চলে শস্যের ফলন হ্রাস পাবে এবং উপকূলীয় কৃষি ও জলজসম্পদ আহরণ ও শিল্প চিরতরে পানিতে ডুবে যাবে। সাগরের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের এক-চতুর্থাংশ ভূমি তথা গোটা উপকূলীয় অঞ্চল বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেই সাথে মালদ্বীপ নিমজ্জিত হবারও আশঙ্কা বিদ্যমান!

আমাদের বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে প্রধান সমস্যা হিসেবে মনে করা হয়। জন্মহার বৃদ্ধির তুলনায় আমাদের কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বাড়ছে না। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতায় আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী জর্জরিত। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বনসম্পদ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে প্রতি বাড়ীঘরে ছোটবড় জঙ্গল ও ফলমূলের গাছ ছিল। প্রতি পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনজঙ্গল কেটে বসতবাড়ী ও চাষাবাদের জমি তৈরী হচ্ছে। অভাব-অনটনে ফলমূলের গাছ কেটে বিক্রয় করা হচ্ছে। অথচ সেই অনুপাতে নতুন গাছ লাগানো হচ্ছে না। ১৯৭০-৭১ সালে আমাদের বনাঞ্চল ছিল ৫৫ লাখ ৪৪ হাজার একর। এখন আছে ৩৬ লাখ ৩০ হাজার একর। এ হিসেব কাগজপত্রের, বাস্তবে নাকি তাও নেই। বনাঞ্চলের কোন সুনির্দিষ্ট জরিপ বা পরিসংখ্যান প্রকৃতপক্ষে কারো কাছেই নেই বলে শোনা যায়। আমাদের দেশের বড় বনাঞ্চল সুন্দরবন। বৃহত্তর খুলনা হতে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত সুন্দরবনের এলাকা ছিল সাড়ে চৌদ্দ হাজার বর্গ কিলোমিটার। চব্বিশ পরগনা বা পশ্চিমবঙ্গের অংশ বাদে বাংলাদেশের ভাগে দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল ছিল। বেপরোয়া ও অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে চার হাজার বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল আছে, তাও কেটে কেটে সাফ করা হচ্ছে। শ্রীপুর, ভালুকা, মধুপুর ও দিনাজপুরের বনাঞ্চল প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কাঠের চোরাকারবারী ও একশ্রেণীর অসাধু বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজসে সারাদেশের বনাঞ্চল শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এর কোন প্রতিকার দেখা যায় না। আমাদের দেশের একশ্রেণীর মানুষ বনজঙ্গল এমনকি পাহাড় পর্যন্ত কেটে ফেলছে। যার ফলে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও ঋতুতে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। আমরা ক্রমেই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, বন্যা ও ভূমিকম্পের শিকার হয়ে পড়ছি। গত ২০ বছরে আমাদের ১৯ লাখ ১৪ হাজার একর বনভূমি উজাড় হয়ে গেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে গণসচেতনতার জন্য রেডিও-টিভিসহ প্রচার মাধ্যমগুলোতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হোক। এ মুহূর্ত থেকে পরিবেশ দূষণ বন্ধ করলেও পরিবেশে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণে একশ' বছর সময় লাগবে। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মিতে পৃথিবীর প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই সারা বিশ্বে পরিবেশ সংরক্ষণের আন্দোলন ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত। অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যেও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা নেই। আমাদের দেশে জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়নসহ বিদ্যমান আইনের সংশোধন এবং সরকার প্রধানের নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অবাধে বৃক্ষনিধন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা বিনষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের দেশের মত চীন ও নেপালে বনাঞ্চল নিঃশেষ হতে চলেছে। ব্রাজিলের এক সীমান্ত হতে আরেক সীমান্ত প্রান্ত পর্যন্ত তিন হাজার মাইল জুড়ে বিশাল বিস্তৃত বনাঞ্চল ছিল। সেই বিশাল বন এলাকার প্রায় ৭০ ভাগ শেষ হয়ে গেছে।

১৯৬৭ সালে আমাদের দেশে মোট ১৯ ভাগ বনভূমি ছিল। সেই বনাঞ্চল কমতে কমতে এখন ৫ ভাগে নেমে এসেছে। গত ২৫ বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের গাছ কাটা হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়া এখনো চালু আছে। এ সর্বনাশা কাজ বন্ধ করতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে গাছ লাগানো ও বনাঞ্চল সৃষ্টি করা ছাড়া উপায় নেই। বিশ্ব জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ মানুষ শিল্পোন্নত দেশের বাসিন্দা। এই ২৫ শতাংশ মানুষ পৃথিবীর সম্পদের ৭০ ভাগ ভোগ করে এবং পরিবেশ দূষণের সিংহভাগও সৃষ্টি করে এই ২৫ শতাংশ মানুষ। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ৭টি শিল্পোন্নত দেশ মোট গ্রীন হাউস গ্যাসের ৪৫ ভাগ উৎপন্ন করে এবং বাতাসে ছড়ায়। প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ব্যবহারে শিল্প স্থাপনে পরিবেশের ক্ষতি চিন্তা না করা এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। গবেষক, বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণের মতে, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন, জীবনাচরণে পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার প্রবণতা হ্রাস করতে হবে এবং পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমাতে হবে। মানব জাতির ভবিষ্যত সমৃদ্ধি নির্ভর করছে পানি, বাতাস ও ভূমির মত প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণের ওপর। এর জন্য প্রয়োজন প্রকৃতির ক্ষয় পূরণ সামর্থ্যের সাথে মানুষের তৎপরতার ভারসাম্যতা বিধান। বিশ্ব পরিবেশ মহাসম্মেলনে ধনী-দরিদ্র সকল দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করছেন। পরিবেশ দূষণের সংকট ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো সব মানুষেরই সংকট। পরিবেশ দূষণরোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে বিশ্বব্যাংক ঋণদানে অগ্রাধিকার দেবে বলে ঘোষণা করেছে। সারা বিশ্বের পরিবেশ দূষণ রোধে চিন্তা-ভাবনা ও মতামত বিনিময়ের জন্য ত্রিশ হাজার বিজ্ঞানী, গবেষক, সমাজকর্মী ও এনজিও প্রতিনিধিগণ ব্রাজিলের রাজধানীতে সমবেত হয়েছেন। পরিবেশ দূষণ রোধে এ সম্মেলন সাফল্য বয়ে আনুক। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন সারা বিশ্বের জনগণের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে পারে।

05 JUN 1992